مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (মা'রিফাতু আহলিচ্ছুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) বা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত এর পরিচয় সম্পর্কে আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

সূচনাঃ" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ " বা "আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআ'ত" হচ্ছে পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের নবী-রাসুলদ্বয় হযরত মুসা ও ইসা আলাইহিমুসসালামগণের উম্মতসহ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশসম্বলিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একটি বেহেস্তী দল । মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশখানা হচ্ছে- " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا" "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর " ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩। পবিত্র কুরআনে যেই "جَمِيْعًا" (জামিআ'ন) তথা "এক দলবদ্ধ হয়ে/একতাবদ্ধ হয়ে" শব্দটি এসেছে হাদিস শরীফে সেই শব্দটিকেই আরো সহজবোধগম্য শব্দ " الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে "দলবদ্ধ হয়ে" শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ :" وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ " سنن التِّرْمِذِي- 2763)
(অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে]", সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩)।
উপরোক্ত হাদিস শরীফে ৫ নং বিষয়টিতে " الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) তথা" দল" শব্দটি এসেছে । এই الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে" দল" শব্দটি " الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে বেহেস্তী দলটির"সংক্ষিপ্ত রূপ । أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) হচ্ছে- " الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দলটির বিস্তৃত রূপ । أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ শব্দ বা বাক্যটির বিস্তৃত রূপ সম্পর্কে জানতে পৃষ্ঠা নং- ১৫০ এ " الْجَمَاعَةِ এবং السُّنَّةِ"শব্দদ্বয়ের এক সাথে যুক্তকরনের ব্যাখ্যা" দেখুন।
"جَمِيْعٌ" (জামিউ'ন) তথা "এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ" এবং الْجَمَاعَةُ " (আল-জামাআ'ত) নামে" দল" শব্দদ্বয়ের মধ্যে যেই পরস্পর গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা আরো স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলার জন্য নিম্নে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকখানা হাদিস শরীফ উপস্থাপন করছি ।
প্রথম হাদিস শরীফঃ
عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من خرج علي أمتي وهم جميع، يريد أن يفرق بين جماعتهم، فاقتلوه كائناً من كان"(5400) في المعجم الاوسط للطبراني (অর্থঃ-আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার "جَمِيْعٌ" (জামিউ'ন) তথা এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল

জামাআ'ত) নামে দলকে কে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল "।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن عن علاقة عن عرفجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (20713) "" من خرج علي أمتي وهم مجتيعون ، يريد أن يفرق بينهم ، فاقتلوه كائناً من كان في مصنف عبد الرزاق

অর্থঃ-আরফাজাহ থেকে বর্ণিত , নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার "جَمِيْعٌ" (জামিউ'ন) তথা এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল" ।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৭১৩ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن عرفجة بن شُرَيْحٍ الْأَسْلَمِيُّ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِي هَنَاتٌ و هَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَ هُمْ جَمِيْعٌ ، فاقتلوه كائناً من كان مِنَ النَّاسِ، "" (19304) في مسند أحمد

অর্থঃ আরফাজাহ বিন শুরাইহিল আসলামি থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-অচিরেই আমার পরে অনেক বিপদ-দূর্যোগ হবে, এবং তিনি হাত তোলে (বলেন) "তোমরা যাকে দেখবে মুহাম্মাদের "جَمِيْعٌ"(জামিউ'ন) তথা এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৯৩০৪ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". " (490) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার"جَمِيْعٌ" (জামিউ'ন) তথা এক দলবদ্ধ /একতাবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল" । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه ، وإن أخطأ غفر له، و من عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يتقبل الله ، و إن أخطأ تبوأ مقعده من النار" (5170) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " যে কেহ "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে "দল" তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির মধ্যে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির)

জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন । আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না , আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল " । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫১৭০।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من عمل لله في الجماعة فأصا ب قبل الله منه ، وإن أخطأ غفر له، و من عمل يَبْتَغِي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله ، و إن أخطأ تبوأ مقعده من النار

في المعجم الكبير للطبراني (12303)

অর্থঃ- ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন :"যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির মধ্যে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সেই আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন । আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছায় আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না , আর যদি তার সেই আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল " । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-১২৩০৩ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে "جَمِيْعٌ" (জামিউ'ন) এবং "الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক তা সহজেই অনুমে । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বেহেস্তী দল বলার কারণ এই যে, এই দলটি মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁরই রাসুল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশে প্রবর্তিত দল হওয়ায় الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বেহেস্তী দল বলা হয়েছে । তাই, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানা, প্রকাশ্যে প্রচার করা ও এই দলটির অনুসারী হওয়া প্রত্যেক মুসলিম মানুষের উপর ফরজ । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানা, প্রকাশ্যে প্রচার করা ও এই দলটির অনুসারী হওয়া প্রত্যেক মুসলিম মানুষের উপর ফরজ করার কারন এই যে, মুসলিম মানুষ একটি দলবদ্ধ থাকলে ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের সৃষ্টি হবেনা ।একই মত-পথে চললে মুসলিম মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। বিভিন্ন দল-উপদল গঠনের সুযোগ দেওয়া হলে বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর কার্যাবলী দেখতে বাস্তবে যতই উত্তম, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হউক না কেন তা প্রত্যাখান করে মুসলিম মানুষ একটি দলবদ্ধ না থাকলে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত-পথের সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির বন্যা প্রবাহিত করে ফেলবে । কারণ, বিভিন্ন দল-উপদলগুলোর অনুসারীরা প্রত্যেকেই

নিজেদের দলগুলোকে উত্তম ও ভাল বলবে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের দল-উপদলগুলোর দিকে আহবান করবে এবং নিজেদের দলগুলো ব্যতীত অন্যদলগুলোকে অশুদ্ধ বলে অন্যদলগুলোর দিকে যেতে বা সম্পর্ক রাখতে অপছন্দ মনে করবে ।এতে করে নিজেদের মধ্যে تَعَصُّبٌ বা গোঁড়ামীর বীজ তৈরী হবে । ফলে, মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি এবং অনৈক্য ও বিরোধের দানা বাজবে । এহেন অবস্থা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে " الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে " থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন । নির্দেশখানা হচ্ছে>> " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا" "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর " ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।<< " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ এমনকি সাধারণ মুসলিম মানুষগণও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে মানা, প্রকাশ্যে প্রচার করা ও এই দলটির অনুসারী হওয়া ফরজ মনে করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ থেকেছেন । কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ এতসব জ্ঞান দেওয়ার পরও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ থাকতে পারে নি । তাই, যদি কেহ صَالُّون (দল্লুন) তথা পথভ্রষ্ট ও দোযখী হতে চায় সে ইচ্ছা করলে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদল গঠন করলে করতে পার । এতে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কিছু যায়-আসে না । পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ও তারা তাদের নবী আলাইহিমুসসালামগণের নিষেধাজ্ঞা না মেনে পথভ্রষ্ট ও দোযখী হওয়ার জন্যে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকেই الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ।এতে আল্লাহ তাআ'লার কিছু যায়-আসেনি । ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের মধ্য থেকে যারা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকেই الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তারাই পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখী হয়েছে । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে ضَلَالَةٌ (দলালাহ) তথা পথভ্রষ্টতা এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামেদল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ায় মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে صَالُّون (দল্লুন) তথা পথভ্রষ্ট ও দোযখী বলে আখ্যায়িত করেছেন । পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাক্রমে ৭১/৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণে তাদের পথভ্রষ্ট ও দোযখী হওয়ার করুন পরিণতির কথা উল্লেখ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة(ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দল-উপদল গঠন করার মধ্য দিয়ে ৭৩টি দলে-উপদলে বিভক্ত

হয়ে পড়লে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের মত তারাও পথভ্রষ্ট এবং দোযখী হয়ে যাবে মর্মে ভয়াবহ পরিণতির বিষয়টি উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন । এই বিষয়ে হাদিস শরীফের উদ্ধৃতের মাধ্যমে বিস্তারিত বর্ণনা একটু পরেই অসছে ।

এখানে একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে । আর তা হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের বিভক্ত দলগুলো মুসলিম জাতির পূর্বে সংঘটিত হওয়ায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ তাদের দলগুলোকে ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত, বাতিল ও দোযখী বলেছে । কিন্তু মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন বিভক্ত দলগুলোকে কে ভ্রষ্ট,ভ্রান্ত,বাতিল ও দোযখী বলবে ?

এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল " اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল ব্যতীত মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে সদুদ্দেশ্যে গঠিত দলগুলোর কার্যাবলী দেখতে বাস্তবে যতই উত্তম, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হউক না কেন দল-উপদল গঠনে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁরই রাসুল আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত)) যে কোন দল-উপদল গঠন কর " حَرَامٌ"(হারাম) বা নিষিদ্ধ এবং মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত এরূপ সকল দলই ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত, বাতিল ও দোযখী দল । নিষেধাজ্ঞাটি হচ্ছে, " وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ- "এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) ।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদল গঠনকারী মুসলিম মানুষের মন-মস্তিস্ক ও মজ্জাগত স্বভাব এত গভীর যে, তারা বিভিন্ন কুট-কৌশল অবলম্বন করে নানা রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে হলেও পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের কঠোর বাণী ও সতর্কতা উপেক্ষা করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল "اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করবেই এবং করে চলছেই, তারা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের এইসব কঠোর বাণী ও সতর্কতা মানবে না, মানতে প্রস্তুত নয় বরং তারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে । তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লার এই মহান আদেশটি ও নিষেধটি>>(" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<কোন মুসলিম অমান্য করলে, পালন করতে অক্ষম ও অপরাগ হলে উক্ত মুসলিম মানুষটি তখন আর মুসলিম থাকবে না বরং সে তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । একজন মুসলিম মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার সকল আদেশ-নিষেধ অমান্য করলেও পথভ্রষ্ট হয় না, হবে না বরং সে মহাপাপী হয় বা মহাপাপী হবে কিন্তু দুটি আদেশ-নিষেধ অমান্য করলে একজন মুসলিম মানুষ তখন মহাপাপী হওয়ার সাথে পথভ্রষ্টও হয়ে যায়। সেই দুটি আদেশ-নিষেধ হচ্ছে যথাক্রমে----------

(প্রথমত: আদেশ>>)"আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল“ اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি করা”(আদেশ) ।("أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে গঠিত সব দল-উপদল ছেড়ে দিয়ে সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, পবিবার-পরিজন ও জনসম্মুখে এবং ঘরে-বাহিরে, সমাজে-মহল্লায়,মসজিদ-মাদরাসায়, ওয়াজ-মাহফিলে ও সভা-সম্মেলনে ইত্যাদি স্থানসমূহে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তার উপর প্রকাশ্যে আলোচনা-পর্যালোচনাসহ অনুসরন,প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন হওয়া<< প্রথমত: আদেশ) ।

(দ্বিতীয়ত: আদেশ>) ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভূক্ত চতুর্থ আইনগত নাম “ মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় ” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) উপর আমল করা”(আদেশ) >> “মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় ” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্পর্কে সম্প্রসারিত অর্থ, ভাব ও মর্মঃ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, (”শরীয়ত সমর্থিত[1] আইন বহির্ভূত, [2]ঐচ্ছিক বিষয়” তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে ” (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর উপর আমল করা(দ্বিতীয়ত: আদেশ) বরং এগুলো (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ - ” এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮) সম্পর্কে ফরজ-হারাম-নিন্দনীয় বিদআ'ত বলা (নিষেধ)।(“ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নাম” এবং ”মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং-২৫৯ দ্রষ্টব্য)।
(“ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নাম” এবং ”মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং-২৬০ দ্রষ্টব্য) ।

---

[1] **যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই “ শরীয়ত সমর্থিত বিষয় ” বলে ।**

[2] **যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে “ আইন বহির্ভূত ” বিষয়ও বলে ।**

“ শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং“ আইন বহির্ভূত ” বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ “মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৫৯এ দেখুন ।